১০-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শ্রীমতের উপরে তোমাদের সম্পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে, বাবার আদেশ হল বাচ্চারা আমায় স্মরণ কর ও নলেজ ধারণ করে অন্যদের সেবা কর"

প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদের উন্নতির জন্যে সব চেয়ে ভালো কোন্ পরামর্শটি দেন ?

উত্তর :- মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের কর্মের হিসাব নিকাশ (পোতামেল) রাখো। অমৃতবেলায় ভালোবেসে স্মরণ করো, বাধ্যবাধকতার মনোভাব নিয়ে নয়, শ্রীমৎ অনুসারে সম্পূর্ণ দেহি-অভিমানী হয়ে দয়ালু হও তাহলে খুব ভালো উন্নতি হতে থাকবে ।

প্রশ্ন:- স্মরণে বিঘ্ন রূপ কোনটি ?

উত্তর :- অতীতের করণীয় বিকর্মগুলি স্মরণে বিঘ্নরূপে সামনে আসে। তোমরা বাচ্চারা স্মরণে বসে বাবাকে আহ্বান করো, মায়া ভোলানোর চেষ্টা করে। তোমরা স্মরণের চার্ট রাখো তাহলেই মালায় গাঁথা হয়ে যাবে ।

গান : - তুমি স্নেহের সাগর আমরা তার একটি ফোটার পিয়াসী.....

ওমশান্তি। এখানে যখন বসেছ তখন বাবার স্মরণে বসতে হবে। মায়া অনেককেই স্মরণে থাকতে দেয়না কারণ দেহ অভিমান আছে। কারো মিত্র আত্মীয় স্বজন, কারো খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি স্মরণে আসতে থাকে। এখানে এসে যখন বসো তখন বাবাকে আহ্বান করা উচিত। যেমন যখন লক্ষ্মী পূজা করা হয় তখন লক্ষ্মীর আহ্বান করা হয়। লক্ষ্মী আসেন না। এখানেও বলা হয় তোমরা বাবাকে স্মরণ করো অথবা আহ্বান করো , একই কথা। স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। ধারণা হতে পারেনা কারণ বিকর্ম অনেক আছে। বাবাকেও স্মরণ করতে পারেনা। যত বাবাকে স্মরণ করবে তত বিকর্মজীত, নিরোগী হবে। খুবই সহজ। কিন্তু মায়া অথবা অতীতের বিকর্ম সঙ্কল্প রূপে সামনে এসে স্মরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাবা বলেন তোমরা অর্ধকল্প অযথার্থ ভাবে স্মরণ করেছ। এখন তো তোমরা প্রাক্টিক্যালে আহবান করো কারণ তোমরা জানো যে বাবা এসে গেছেন। কিন্তু এই স্মরণের অভ্যাস পাকা হয় উচিত। তোমাদের সদা নিরোগী হতে অবিনাশী সার্জেন ওষুধ দেন যে আমায় স্মরণ কর তাহলেই তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। আমার দ্বারা আমাকে স্মরণ করলে তোমরা আমার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করবে। বাবা ও সুইট হোম অর্থাৎ পরমধামকে স্মরণ করতে হবে, যেখানে যেতে হবে, সেই স্থান তো বুদ্ধিতে থাকে। বাবা সেখান থেকে এসে সত্য সংবাদ দেন এবং অন্য কেউ ঈশ্বরীয় সংবাদ দেন না। তারা তো এখানে স্টেজে পার্ট করতে এসে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। লক্ষ্মী নারায়ণ এখানে আসেন কিন্তু ঈশ্বরের ঠিকানা জানেন না। ওনাদের পয়গম্বর বলা যাবে না। এইসব তো মানুষ নাম রেখেছে। তাঁরা আসেন-ই পার্ট করতে। তাঁরা স্মরণ করবে কিভাবে ? তাঁদের পার্ট করতে করতে পতিতে পরিণত হতেই হবে, পরে অন্তিম সময়ে পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। তাও তো বাবা-ই এসে পরিণত করেন। বাবার স্মরণের দ্বারা-ই পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা আমার কাছে পবিত্র হওয়ার একমাত্র উপায় আছে। দেহ সহ দেহের যত সম্বন্ধ আছে সেসব ভুলে যেতে হবে। তোমরা জানো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবাকে স্মরণ করার

আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে। সেই আদেশ পালন করলে তাদের-ই আজ্ঞাকারী বলা হয়। যারা কম স্মরণ করে তারা কম আজ্ঞাকারী। আজ্ঞাকারী আত্মা পদ মর্যাদাও উঁচু প্রাপ্ত করে। বাবার একটি ফরমান হল স্মরণ করো, দ্বিতীয় হল জ্ঞানকে ধারণ করো। স্মরণ না করলে দন্ড ভোগ করতে হবে। স্ব দর্শন চক্র ঘোরালে অসীম ধন প্রাপ্ত হবে। ভগবানুবাচ, "আমার দ্বারা আমাকে জানো আর সৃষ্টি চক্রের আদি মধ্য অন্তকেও জানো" । এই দুটি হল মুখ্য কথা যে দুটির উপরে খেয়াল রাখতে হবে। শ্রীমতের উপর সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করলে উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে সুতরাং দয়ালু হতে হবে, সবাইকে পথ বলতে হবে, সবার কল্যাণ করতে হবে। মিত্র আত্মীয় স্বজনদেরকেও সত্য যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার যুক্তি রচনা করতে হবে। ওটা হল দেহের যাত্রা, আর এ হল রুহানী যাত্রা। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান কারো কাছে নেই। সেসব হল শাস্ত্রের ফিলোসফি। এ হল রুহানী নলেজ , সুপ্রিম আত্মা এই নলেজ প্রদান করেন আত্মাদের। আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অমৃতবেলায় যখন এসে বসে তখন কেউ কেউ বাধ্য বাধকতার সঙ্গে বসে। তাদের স্ব উন্নতির কোনো চিন্তা নেই। বাচ্চাদের মধ্যে দেহ অভিমান অনেক আছে। দেহী-অভিমানী হলে দয়ালু হয়ে শ্রীমৎ অনুসারে চলবে।

বাবা বলেন নিজের চার্ট লেখ --- কতক্ষণ স্মরণ করেছ ? প্রথমে চার্ট রাখা হত। আচ্ছা বাবাকে পাঠিও না, নিজের কাছে তো রাখো। নিজের চেহারা দেখতে হবে । আমরা কি লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছি ? ব্যবসায়ীরা নিজেদের হিসাবের খাতা অর্থাৎ পোতামেল রাখে। কেউ নিজের সারা দিনের দিনচর্যা লিখে রাখে। লেখার অভ্যাস থাকে। বাবা খুব ভালো পরামর্শ দেন যে নিজের হিসেব নিকেশ লিখে রাখো। কত ক্ষণ স্মরণে করেছ ? এমন চার্ট রাখলে তো অনেক উন্নতি হয়ে যাবে। বাবা মাম্মাকে তো লিখতে হবেনা। মালার মুক্তো যারা হয় তাদের পুরুষার্থ করতে হবে, বাবা বলেছেন ব্রাহ্মণের মালা এখন তৈরি হতে পারেনা, শেষে তৈরি হবে, যখন রুদ্রের মালা তৈরি হবে। ব্রাহ্মণদের মালা তো বদলায়। আজ ৩-৪ নম্বরে আছে , কাল লাস্ট ১৬ হাজার ১০৮ নম্বরে চলে যায়। কারো পতন হলে একেবারেই দুর্গতি প্রাপ্ত করে। মালাতেও আসতে পারেনা, প্রজাতে গিয়ে শবদাহকারী (ডোম) হয়। যদি মালায় আসতে চাও তবে পরিশ্রম করো। বাবা সবাইকে ভালো পরামর্শ দেন। যদি সে বোবা-ও হয় তাহলেও তাকে ইশারায় বাবার স্মরণ করাতে পারো। অন্ধ, পঙ্গু সে যেমনই হোক -- সুস্থ সবল দের থেকেও উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি গায়ন আছে। বাবার আপন হলেই উত্তরাধিকারী হয়। তাতে নম্বর অনুসারে পদ মর্যাদা আছে। সন্তান জন্ম নিলেই, উত্তরাধিকারী হয়। এখানে তোমরা হলে পুরুষ সন্তান। বাবার কাছে উত্তরাধিকার নিতে হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পুরুষার্থের উপরে। তবুও বলে কল্প পূর্বেও পরাজয় হয়েছিল হয়তো। বক্সিং তাইনা। পাণ্ডবদের ছিল মায়া রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ। কেউ পুরুষার্থ করে বিশ্বের মালিক ডবল মুকুটধারী হয়। কেউ প্রজায় দাস দাসী হয়। সবাই এখানে পড়াশোনা করছে। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। অ্যাটেনশন আগের মুক্তো গুলোর দিকে যাবে। ৮ খানি মুক্তো কিভাবে তৈরি হচ্ছে। পুরুষার্থ দেখেই বোঝা যায়। এমন নয় অন্তর্যামী , সবার মনের কথা জানবে। না, জানী জাননহার অর্থাৎ নলেজফুল। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের কথা জানেন। বাকি এক একজনের মন পড়বেন নাকি। আমাকে থট রিডর অর্থাৎ সঙ্কল্প পাঠী ভেবেছ নাকি। বাস্তবে আমি হলাম জানী জাননহার অর্থাৎ নলেজফুল। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আমার কাছে আছে। এই চক্র কিভাবে রিপিট হয়। আমি সেই রিপিটেশন অর্থাৎ চক্রের পুনরাবর্তনের রহস্য জানি। সেই সব রহস্য বাচ্চারা তোমাদের বোঝাই। প্রত্যেকে বুঝবে যে পরমাত্মা কে এবং কি সার্ভিস করেন। বাকি বাবা প্রত্যেকের মনের কথা জানবার পেশা করেন না। তিনি হলেন চৈতন্য মনুষ্য সৃষ্টির বীজ, নলেজফুল। জানী জাননহার শব্দটি খুব পুরানো।

আমি তো যে নলেজ জানি সেইটি তোমাদের পড়াই। বাকি তোমরা সারা দিন কি কি করছ সেসব বসে দেখব নাকি ? আমি তো সহজ রাজ যোগ শেখাতে আসি। বাবা বলেন বাচ্চারা সংখ্যায় অনেক, বাচ্চারাই পত্র ইত্যাদি লেখে এবং আমিও বাচ্চাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হই। তারপর সে আপন নাকি পর --- সেসব আমি বুঝতে পারি। এই হল প্রত্যেকের পড়াশোনা । শ্রীমৎ অনুসারে সবাইকে অ্যাক্ট করতে হবে। কল্যাণকারী হতে হবে।

তোমরা জানো বৃহস্পতিকে বৃক্ষপতি দিবস বলা হয়। বৃক্ষপতি সোমনাথও হয় , শিবও হয়। বাচ্চাদের বেশি করে বৃহস্পতিবার স্কুলে বসান হয়। গুরু করানো হয়। তোমাদের সোমনাথ পিতা পড়াচ্ছেন। রুদ্রও সোমনাথকেই বলা হয়। বলে হয় রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ করেছেন। এই একটি যজ্ঞ-ই চলে, যাতে সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়ার সামগ্রী ভস্মীভূত হয়। তত্বও উথাল পাথাল হয়ে যায়। সবকিছু এতেই ভস্মীভূত হয়। সামনে মহাভারত যুদ্ধ । এরা সবাই শান্তির জন্য যজ্ঞ করে, কিন্তু মেটেরিয়াল যজ্ঞের দ্বারা শান্তি হতে পারেনা। এই যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রকট হয় । এই ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া এতে ভস্মীভূত হবে। এই সব বাচ্চাদের দেখতে হবে। দেখবার জন্যে মহাবীর হতে হবে। মানুষ তো হায় হায় করবে। তোমাদের জন্যে লেখা আছে --- "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ" ("মিরুয়া মউত মলুকা শিকার") ....। সত্যযুগে খুব কম মানুষ ছিল, একটিই ধর্ম ছিল। এখন কলিযুগের অন্তে দেখ কত মানুষ আছে ? কত ধর্ম আছে ? এইসব ধর্ম কতদূর চলবে ? সত্যযুগ আসবেই। এবারে সত্যযুগের স্থাপনা কে করবে ? রচয়িতা বাবা-ই করবেন। কলিযুগের বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা ভুলে গেছ যে গীতার ভগবান কে ? ভগবান স্বর্গের স্থাপনা করেছেন , তাতে যুদ্ধের কোনো কথাই নেই। তিনি মায়াকে পরাজিত করেন। এই রহস্যটি না বুঝে তারা অসুর ও দেবতার যুদ্ধ দেখিয়েছে। সেসব তো হয় নি। বাচ্চারা তোমরা বাবার কাছে যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান প্রাপ্ত কর, সেই স্ব দর্শন চক্রটি তোমাদের ঘোরাতে হবে। বাবা এবং রচনাকে স্মরণ করতে হবে। কত সহজ কথা।

গীত : - তুমি স্নেহের সাগর -- আজ বাবা লিখেছেন , তোমরা - জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর লেখ, কিন্তু স্নেহের সাগরও নিশ্চয়ই লিখতে হবে। বাবার মহিমা অনেক। কিন্তু সর্বব্যাপী বলে দেওয়ায় বাবার মহিমা হারিয়েছে। কৃষ্ণের জন্যেও লেখা আছে ১৬ হাজার ১০৮ রানী ছিল .... জন্মাষ্টমীর দিন কৃষ্ণকে দোলনায় ঝোলানো হয় । কিন্তু কারো জানা নেই কৃষ্ণ-ই নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হয়। রাধে পরিণত হয় লক্ষ্মী রূপে। লক্ষ্মী পরে জগৎ অম্বা হয়, এই কথা কেউ জানেনা। এখন বাবা বলেন আমায় জানলে তোমার সবকিছু জানা হয়ে যাবে। কিন্তু যারা দেহী-অভিমানী হয় না তাদের ধারণাও হয় না । অর্ধকল্প তো দেহ-অভিমানে চলেছ। সত্যযুগেও পরমাত্মার জ্ঞান থাকেনা। এখানে পার্ট করতে আসে আর পরমাত্মাকে ভুলে যায়। তারা ভাবে আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। কিন্তু সেখানে দুঃখের কোনো কথা নেই। এই হল পরমাত্মার মহিমা। জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর, ... একটি ফোঁটা বিন্দুমাত্র হল মন্মনাভব, মধ্যাজীভব। এই টুকু প্রাপ্তিতে আমরা বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে চলে যাই। স্বর্গে ঘি দুধের নদী বয়। এই সব হল মহিমা। আসলে ঘি দুধের নদী কি হতে পারে। এই কথাটিও তোমরা জানো স্বর্গ কাকে বলে। যদিও আজমের শহরে মডেল আছে কিন্তু কিছুই জানেনা। তোমরা কাউকে বোঝালে চট করে বুঝে যাবে। বাকি এই রাস বিলাস ইত্যাদি সবই হল খেলা। যেমন বাবার কাছে আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আছে তেমনই বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতেও এই কথা থাকা উচিত। বাবার মহিমা

একুরেট শোনাতে হবে। ওনার মহিমা হল অপরমঅপার । সবাই একরকম হতে পারবেনা। প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট আছে। ড্রামা অনুসারে পোপের পার্ট থাকলে করতে হবে। যদি অন্য হয় তবে পরে দেখতে হবে। যা কিছু দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখানো হয়েছে , সেসব এই চোখ দিয়ে দেখবে। বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার হয়েছে। সেখানে প্রাক্টিক্যালে যাবে। তারপর সাক্ষাৎকার হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সত্যযুগে না হয় সাক্ষাৎকার , না থাকে ভক্তি। পরে ভক্তি মার্গে এইসব আরম্ভ হয়। কত ভালো ভালো কথা বাবা বোঝান। যা আবার বাচ্চাদের অন্যকে বোঝাতে হবে। ভাই বোনেরা এসে বাবার কাছে উত্তরাধিকার নাও। ঐ জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে ওঁনার মহিমা অন্তর্হিত করেছে ও যশ হানি করেছে। তোমরা বাচ্চারাই যথার্থ মহিমা করতে জানো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) প্রতিটি অ্যাক্ট বা কর্ম শ্রীমৎ অনুসারে করতে হবে। সকলের কল্যাণার্থে কল্যাণকারী দয়ালু হয়ে সেবা করতে হবে।

২) স্মরণের অভ্যাসে পাকা হতে হবে। স্মরণে বসে কোনো মিত্র আত্মীয় স্বজন, খাওয়া দাওয়ার কথা স্মরণ করবেনা, এই বিষয়ে অ্যাটেনশন দিতে হবে। স্মরণের চার্ট রাখতে হবে।

বরদান :- নিজের সর্ব দায়িত্বের বোঝা বাবাকে দিয়ে নিজে হালকা হয়ে নিমিত্ত ও নির্মাণ হও ।

ব্যাখা: যখন নিজের দায়িত্ব ভেবে নাও তখন মাথা ভারী হয়ে যায়। দায়িত্ব সব বাবার, আমি নিমিত্ত মাত্র -- এই স্মৃতি আমাদের হালকা করে রাখে। তাই নিজের পুরুষার্থের বোঝা, সেবার বোঝা, সম্বন্ধ-সম্পর্ক পালনের বোঝা ... সব ছোট খাটো বোঝা বাবাকে দিয়ে হালকা হয়ে যাও। যদি একটুও সঙ্কল্প এল যে আমাকেই করতে হয়, আমি-ই করি তাহলেই এই আমিত্ব ভাব ভারী করে দেবে আর নির্মাণের ভাবও থাকবেনা। নিমিত্ত ভাবলেই নির্মাণতার গুণ স্বতঃই এসে যায়।

স্লোগান - সন্তুষ্টমণি হল সে - যার জীবনের শৃঙ্গার হল সন্তুষ্টতা ।